জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১।।০ টাকা। নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৫ই অগ্রহায়ন বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 21st Nov. 1951 | ২৬শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাঁদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

শালগ্রাম দিয়া বাঁটনা বাঁটা

—০—

শালগ্রাম নামক শিলা নারায়ণ বলিয়া হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজিত হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মে আস্থাহীন স্বার্থপর দুর্বৃত্ত লোকে নোড়ার অভাবে দেব মন্দিরের শালগ্রাম দিয়া শিলের উপরে ঘষিয়া মসলা বাঁটিয়া উপস্থিত আহার্য্য প্রস্তুত করিতে ইতস্ততঃ করে না। তেমনি গরজে পড়িয়া স্বার্থপর লোকেরা মাননীয় মাথার মণিকে দিয়া হীন কর্ম্ম করাইতে পশ্চাৎপদ হয় না।

তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস সরকার কর্ত্তৃক শাসনকার্য্যে উচ্চপদাধিষ্ঠিত অপকর্ম্ম-কারিগণকে ভারতবাসী জনগণ এই চারি বৎসরের অন্ন ও বস্ত্র কষ্টে পড়িয়া ভাত কাপড়ের শত্রু বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। রোরুদ্যমান শিশু সন্তানগণের মুখে ক্ষুধার সময় দুটী অন্ন দিতে পারে নাই, বিবস্ত্রা পত্নীর লজ্জা নিবারণের জন্য, একখানি বস্ত্র বা দুই খানি গামছা দিতে অক্ষম হইয়া মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিয়াছে, যে এই স্বাধীন ভারতে তাহারা কি সুখে আছে। প্রদেশে প্রদেশে আইন সভায় কংগ্রেসদলভুক্ত মন্ত্রী ও সদস্যগণের এবং তাঁহাদের স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধিত স্বজনগণ কৃত অপকর্ম্মের জন্য দলে পুরু হইলেও সংখ্যায় নগণ্য বিরোধী সদস্যগণের প্রশ্ন বাণে প্রশ্ন বাণে জর্জ্জরিত মন্ত্রীবর্গ ও সদস্যগণ স্বজন-গণকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেও তাঁহারা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির বুকভরা পুঞ্জী-ভূত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বয়ং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুজীও কংগ্রেসে এবং কংগ্রেস সরকারে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, একথা উল্লেখ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ট্যাণ্ডনজীর হাত হইতে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসকে কলুষমুক্ত করিবার আশাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থিগণ সাধু ও সচ্চরিত্র হইবে এ কথাও আকারে ইঙ্গিতে জানা-ইয়াছিলেন। দেশের মধ্যে অকংগ্রেসীদলের মধ্য হইতে উপযুক্ত উপযুক্ত ব্যক্তিকেও কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে মনোনীত করার আশাও দিয়াছিলেন। এত আশার পর দেশবাসী কংগ্রেস মনোনীতগণের মধ্যে মাতাল, মালমার, কালোবাজারী, কুমার নামধারী অবিবা-হিত চরিত্রহীন ব্যভিচারী, কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নামক নরহত্যা কর্ম্মে উৎসাহী, দান খয়রাত কার্য্যে প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ মুদ্রার হিসাব দানে অনিচ্ছুক, আজন্ম কংগ্রেসদ্রোহী দলভুক্ত দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গকে দেখিয়া হতাশ হইয়াছে।

শেষ মনোনয়নের পরও ভারতের প্রধান মন্ত্রী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজহরলালজী বলিয়াছেন—অনেক অযোগ্য ব্যক্তিও মনোনীত হইয়াছে। এই সব অযোগ্য অচল প্রার্থিগণের ভোটের জন্য আজ তাঁহাকে সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। কাজেই বলিতে হয় আজ অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিতে অনুরোধ করার সময় আমাদের মনে হয়—কংগ্রেস আজ জহরলালজীর মত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়া যে কার্য্য করাইতেছে তাহা ঠিক "শালগ্রাম দিয়া বাঁটনা বাঁটা" প্রবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

জহরলালজী আজ তাঁহার নির্ব্বাচনী সফর চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবারে তিনি বক্তৃতার বুলি বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—কিছু দিন আগে যিনি বলিয়াছিলেন—উপযুক্ত লোক বাছিয়া কংগ্রেস মনোনয়ন দেওয়া হইবে তিনিই আজ বলিতেছেন ব্যক্তির বিচার না করিয়া প্রতিষ্ঠানকে ভোট দিবেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের অযোগ্য প্রার্থী নির্ব্বাচনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হই-তেছে—কংগ্রেস সভাপতি জহরলালজীকে।

দেশবাসী যদি জহরলালজীর কথায় বিশ্বাস না করে, তবে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। তাহারা তাঁহার দর্শন এবং বক্তৃতা শুনিয়া—দর্শনে সফলং নেত্রং বচসা শ্রুতি যুগলঃ—ছাড়া অদ্যাবধি আর কিছুই পায় নাই। যদি গত চার বৎসরের মধ্যে তাঁহার বিগত প্রতিশ্রুতি অনুসারে অন্ততঃ একজন মাত্র কালাবাজারী বা ভেজালওয়ালাকে নিকটস্থ 'লাইট-পোষ্টে' ঝুলাইতে দেখিত তাহা হইলেও তাঁহার বক্তৃতায় ভরসা করিতে পারিত। একা তিনি কেন আজকাল যে কোন নেতার প্রত্যেক প্রতিশ্রুতিকেই নির্ব্বাচনী ধাপ্পা ছাড়া লোকে আর কিছু মনে করে না। বক্তৃতার জোরে রদ্দিমাল চিরদিন চলে না।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইংরাজ শাসকদের বলিয়া-ছেন—

"লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ দানবের ক্ষুধিত নেত্রে
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে
ইহারা যে চির চেনা—
ভাবিয়াছ কেহ শুধিবে না এই
উৎপীড়নের দেনা!"

আজ কংগ্রেসী নির্ব্বাচনপ্রার্থিদের পক্ষে অধিকাংশ প্রদেশেই অসুবিধা। ভারতের প্রতিটী গ্রামের বাতাস আজ আর্ত্তের নিশ্বাসে উত্তপ্ত। প্রত্যেক বাঙালী আজ দেখিতেছে তাদের বাঙলা দুই টুকরা হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ নরনারী সন্তানসন্ততি লইয়া ক্যাম্পে, গুদামে, পথে, ঘাটে, ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে শৃগাল কুক্কুরও যেখানে থাকিতে পারে না, সেই সব স্থানে থাকিতে বাধ্য হইতেছে। চার বৎসর আগে তাদের মানুষের মত সব ছিল, আজ স্বাধীন হইয়া যেন "বিশ্ব নিখিল লিখিয়া দিল দু' বিঘার পরিবর্ত্তে" চেয়েও কঠিন অবস্থা হইয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে যাহারা দুর্ভিক্ষ ডাকিয়া আনিয়াছে, কর্ডনের এ পারের লোক ও পারের খাবার দেখিতে পায় খাইতে পায় না। ঘরের ফসল ৭৲ টাকা মণ বেচিয়া ২০৲ টাকা মণ কিনিতে যে সব মানুষ বাধ্য হয় তাহারা এই সব সুশাসকের দলকে কি ক্ষমা করিতে পারে? দেশের বস্ত্র বিদেশে চালান যাইতে যাহারা বাধা না দিয়া অগণিত মা বোনকে উলঙ্গ হইতে বাধ্য করিয়া আত্মহত্যার পথে ঠেলিয়া দেয়, বিবস্ত্রা পত্নীর দরিদ্র স্বামীদের দারিদ্র্যে ব্যঙ্গ করিয়া "হাফ প্যাণ্ট" পরিবার উপদেশ দিবার সময় স্বীয় স্ত্রী-কন্যার বিলাসিতার কথা মনে স্থান দেয় না—এই সব

বি.

অর্ব্বাচীন বা তাহাদের পরিপোষক হৃদয়হীনগণকে কেমন করিয়া ক্ষমা করিবে! হয় তো ধাপ্পা দিয়া ভাষার কারচুপিতে মানুষ একবার না হয় দুই বার ঠকিবে, কিন্তু ধাপ্পা যে ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয় ইহা ধ্রুব সত্য। কংগ্রেসী দলের এই নির্ব্বাচন সফরে "নেহেরু রূপ শালগ্রাম দিয়া ভোট সংগ্রহ রূপ বাঁটনা বাঁটা" ছাড়া আর কিছুই নয়। ভোট আদায়েও দুর্ব্বলের উপর প্রবল ভোটের দালালের চাপও পড়ার আশঙ্কা লোকে করে।

"গরীবকো ন সন্তাইয়ে
তাকো মোটী হায়।
মুয়ে চামকা ফুঁকসে
লোহা ভসম হো যায়।"

গরীবকে কষ্ট দেওয়া কাহারও সহ্য হয় না, তাদের নিশ্বাস খুব প্রবল। স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারের কারখানায় মরা চামড়ার নিশ্বাসে লোহাও ভস্ম হইয়া যায়। মানুষ তো ছার।

সাইকেল আরোহীর উৎপাত

রঘুনাথগঞ্জ সহরে সাইকেল আরোহীগণের অসাবধানতার ফলে প্রায়ই লোককে ধাক্কা লাগিতেছে। কখন কখন এক সাইকেলে দুই জন ব্যক্তিকেও চাপিয়া যাইতে দেখা যায়। অনেকে আবার 'বেল' ও 'ব্রেক'বিহীন সাইকেলে চাপিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। রাত্রিকালে প্রায় সাইকেলেই আলো থাকে না। ইহার প্রতিকার কে করিবে?

বিজ্ঞপ্তি

—০—

ডেপুটি এসিষ্ট্যাণ্ট রিজিওনাল কণ্ট্রোলার অব প্রকিওরমেণ্ট, মুর্শিদাবাদ নিম্নলিখিত স্থান সমূহ হইতে সরকারী চাউল, ধান্য ও খালি বস্তা মোটর বা গো মহিষাদি শকটে বহন করিবার নিমিত্ত (মায় কুলি খরচা সহ) শীল মোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডারে কোন্ স্থান হইতে কি প্রকার যান বাহনে মাল বহন করা হইবে তাহা পরিষ্কার ভাবে লিখিতে হইবে। যদি একই পথে বিভিন্ন যান বাহনে বহন করার প্রয়োজন হয় তবে কি প্রকার যানে কত মাইল এবং কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে বহন করা হইবে তাহা টেণ্ডারে উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে। টেণ্ডারে যে যান বাহন ব্যবহার করা হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে তাহা ছাড়া অন্য যান ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না। মাল ষ্টোরিং এজেণ্টের গুদাম হইতে বোঝাই হইলে ষ্টোরিং এজেণ্ট নিজ খরচায় মাল বহন করিয়া দিবেন। সম্পূর্ণ দূরত্বের জন্য (মায় একদিকের উঠান বা নামানর কুলি খরচা সহ) প্রতি মণ দরে টেণ্ডার দিতে হইবে। প্রতিটি পথের (Route) জন্য পৃথক টেণ্ডার দিতে হইবে এবং প্রতিটি টেণ্ডারের সহিত ট্রেজারিতে (রেভিনিউ হেডে) জমাকৃত ২০০৲ টাকার চালান দাখিল করিতে হইবে। টেণ্ডার মোতাবেক কার্য্য করিবার আদেশ দেওয়া হইলে টেণ্ডারদাতা যদি কার্য্য গ্রহণে অসম্মত বা অক্ষম হন অথবা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি না জানান তবে উক্ত দুই শত টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। টেণ্ডার দাতার টেণ্ডার গৃহীত হইলে নির্দ্দেশিত নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা হইতে ১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জামানত দাখিল করতঃ চুক্তিপত্র সম্পাদন অন্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। অপর টেণ্ডারদাতা পাওয়া গেলে ডি, পি, ষ্টোরিং এজেণ্ট বা রাইস মিল কর্ত্তৃক দাখিলিকৃত টেণ্ডার গৃহীত না হওয়াই সম্ভব। ডেপুটি এ, আর, সি, পি, (মুর্শিদাবাদ) কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেণ্ডার বাতিল করিতে পারেন। উপরোক্ত নির্দ্দেশানুযায়ী টেণ্ডার না দিলে তাহা বিবেচিত হইবে না। অপর জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লিখিত অফিসে জানিতে পারা যাইবে। এই টেণ্ডার অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হওয়ার দিন হইতে আগামী ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কার্য্য করান হইবে। ১৯৫১ সালের ৩০শে নভেম্বর বেলা ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত উল্লিখিত অফিসে শীল মোহরযুক্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে। স্থানের তালিকা:— ১। নবীপুর হইতে খাগড়া পি, জি, ২। রাজাপুর হইতে খাগড়া পি, জি, ৩। জলঙ্গী হইতে খাগড়া পি, জি ৪। নওদা হইতে খাগড়া পি, জি, ৫। সাগরপাড়া হইতে খাগড়া পি, জি, ৬। মধুরকোল হইতে খাগড়া পি, জি, কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট ট্রাকে মাল উঠান বা ট্রাক হইতে নামানর জন্য কুলি খরচার জন্য টেণ্ডার: ১। খাগড়া গভর্ণমেণ্ট গুদাম।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই ডিসেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৩৯৫ খাং ডিঃ মহান্ত মনোহর দাস দেং মৃত্যুঞ্জয় দাস দাবি ১০৸৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খড়কাটী ৫০ শতকের কাত নিজাংশে ৸১০ আঃ ৮৲ খং ২৪৯ রায়ত স্থিতিবান

৪০১ খাং ডিঃ ঐ দেং ইয়াকুব আলি ওরফে আক্কেল হাজি দিং দাবি ১৭৷৵৩ থানা ঐ মৌজে ভাবকী ২৭ শতকের কাত অর্দ্ধাংশে ১৫ আঃ ১০৲ খং ১১২

৪৪৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৭৷৵৬ মৌজাদি ঐ ৫১ শতকের কাত অর্দ্ধাংশে ২৷৵৩ আঃ ২০৲ খং ১১০

৪০২ খাং ডিঃ ঐ দেং সিদ্দিক বিশ্বাস দাবি ১৮৫৩ মৌজাদি ঐ ৯৬ শতকের কাত অর্দ্ধাংশে ৸৪ আঃ ১০৲ খং ১২৫

৪০৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪/৯ মৌজাদি ঐ ৩৪ শতকের কাত অর্দ্ধাংশে ৷৵৭ আঃ ১০৲ খং ১২৬

৪৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং কুলেশচন্দ্র উপাধ্যায় দিং দাবি ৪৯৷/০ মৌজাদি ঐ ৩-৮৫ শতকের কাত অর্দ্ধাংশে ৪৷৵১০ আঃ ৩০৲ খং ২৭২

৪৪২ খাং ডিঃ ঐ দেং কুলেশচন্দ্র উপাধ্যায় দাবি ২৮৸/০ মৌজাদি ঐ ১-১৬ শতকের কাত নিজাংশে ১৷১০ আঃ ১৫৲ খং ২৭৪

৪৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং আবিদান বিবি দাবি ১৫/৩ থানা ঐ মৌজে নিজ কৃষ্ণসাইল ৯৬ শতকের কাত অর্দ্ধাংশে ৸১ আঃ ১০৲ খং ১০

৩৫৩ খাং ডিঃ আইজান নেসা বিবি দেং সেবাইত ও স্বয়ং গোবিন্দদাস নাথ দিং দাবি ১৫৯৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেলালপুর ৫-৬৮ শতক মধ্যে ৷৵০ আনার কাত ২৪৸/১৫৷০ আঃ ১৫০৲ খং ৫৪

৪৯১ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং তোফজুল বিশ্বাস দিং দাবি ১৩৷৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিয়ারাপুর ৭১ শতকের কাত ৩৷/৬৷০ আঃ ৩৲ খং ৮৪ রায়ত স্থিতিবান

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই ডিসেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

৪৯২ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং তোফজুল বিশ্বাস দিং দাবি ১৯৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিয়ারাপুর ৯৭ শতকের কাত ৪৲১৭৷ গণ্ডা আঃ ৩৲ খং ১৭৭ রায়ত স্থিতিবান

২৭৯ খাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং জানমহাম্মদ সেখ দিং দাবি ১৪৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চক কুতুবপুর ও কুতুবপুর ৩-৩৮ শতকের কাত ৯৷৯ আঃ ৫৲ খং ৪১।২১

২৮০ খাং ডিঃ ঐ দেং বিষ্ণুপদ সিংহ দাবি ১০৷৬ থানা ঐ মৌজে নশীপুর ১-৫৪ শতকের কাত ২৸৵৯ আঃ ৩৲ খং ১৭৯

২৮১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯৵০ মৌজাদি ঐ ১-৬৮ শতকের কাত ৩৷৵৮ পাই আঃ ৩৲ খং ১৮০

৪১৯ খাং ডিঃ ঐ দেং শ্যামাপদ সাহা দিং দাবি ২৪৷৵০ থানা ঐ মৌজে মহাম্মদপুর ১-৪ শতকের কাত ৫৷৵৩ আঃ ১০৲ খং ১০৬।১০৭

৪২০ খাং ডিঃ ঐ দেং হরিপদ সাহা দিং দাবি ৩০।৵৩ থানা ঐ মৌজে এলাষপুর ৩-৭৫ শতকের কাত ৮৲২ আঃ ২০৲ খং ৩৮।৪১

৪২১ খাং ডিঃ ঐ দেং যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত দাবি ২০৸৯ থানা ঐ মৌজে বিজয়পুর ২৯ শতকের কাত ২।৵৪ আঃ ৫৲ খং ১৮২

৫৪৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দাবি ৩২৲৩ থানা ঐ মৌজে জোতকমল ৪০ শতকের কাত ৪৷৵০ আঃ ২৫৲ খং ৩৬৫

৪১৬ খাং ডিঃ কালীপদ সিংহ দিং দেং কণিকারাণী দেবী দিং দাবি ৩৫৪।৵৩ থানা সুতী মৌজে দফাহাট, হাপানিয়া ৪৮-৪০ শতকের কাত ৫৭৲ আঃ ৫০৲ খং ২০৯, ১৭০

৪২৩ খাং ডিঃ ঐ দেং শ্রীপতিনাথ দাস দিং দাবি ২৩৷০ থানা ঐ মৌজে ধুসরিপাড়া ১-৪৬ শতকের কাত ২৷৵১০ আঃ ২০৲ খং ২৪

৩৪০ খাং ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ তেওয়ারী দিং দেং তারেশ সেখ দিং দাবি ৪০৵৬ থানা সুতী মৌজে হারোয়া ৫৪ শতকের কাত ২।৵৩ পাই আঃ ৩৲ খং ২৯৩

৩৪১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৮৸৯ মৌজাদি ঐ ১-৩৮ শতকের কাত ১৷৵৭ পাই আঃ ৫৲ খং ২৯১

৩৪২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৩৵৬ মৌজাদি ঐ ১-৪৬ শতকের কাত ৪৷৵৫ পাই আঃ ৫৲ খং ২৯০

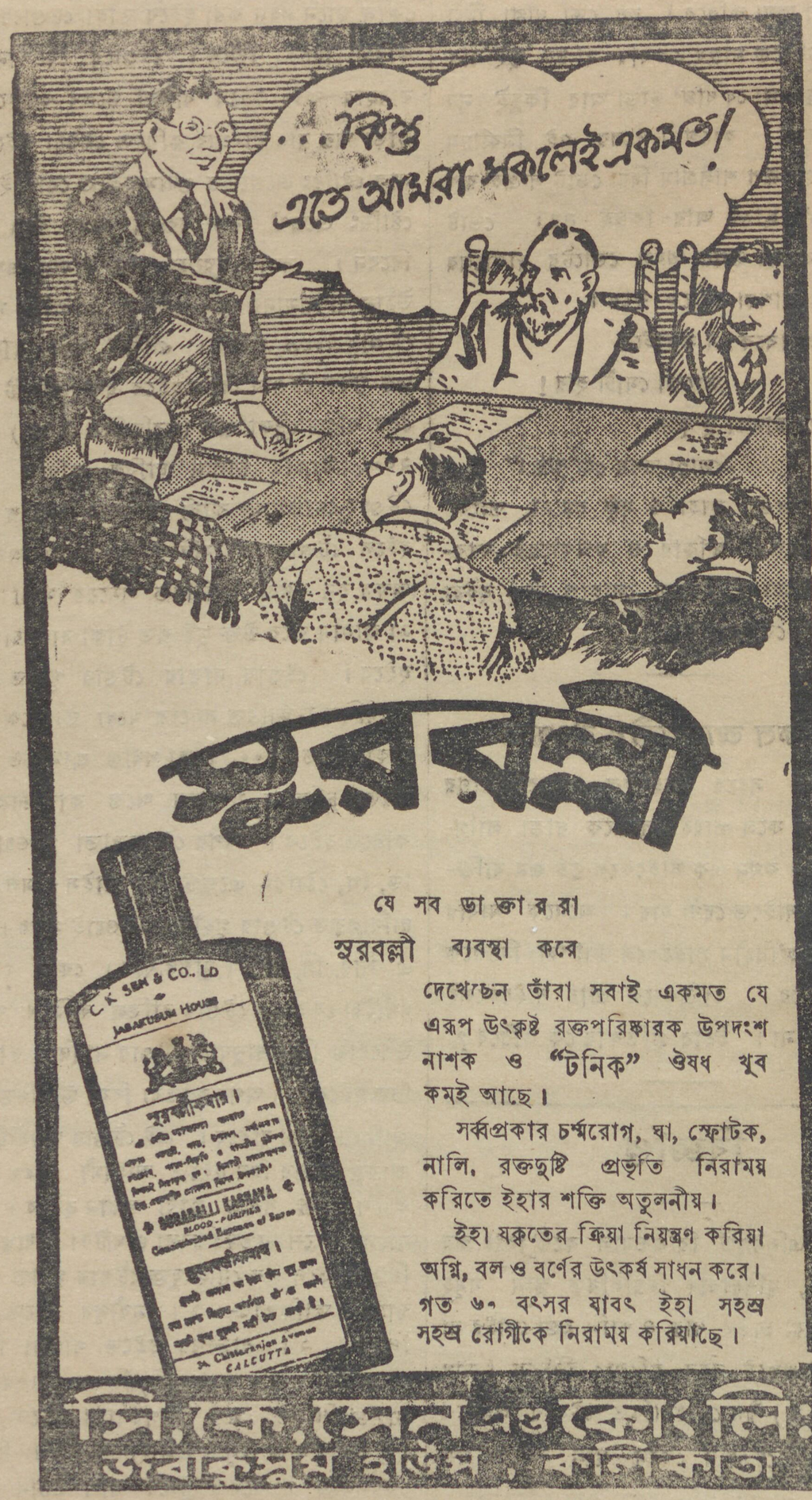

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত